DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 13 Sep 2026, 03:13 PM

সারাদেশ

হাসপাতালের সময় শেষ হলেও শেষ রোগী না দেখে ফেরেন না ডা. রিয়াদ

প্রতিবেদক: সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
প্রকাশের তারিখ: মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯:৫৯ PM

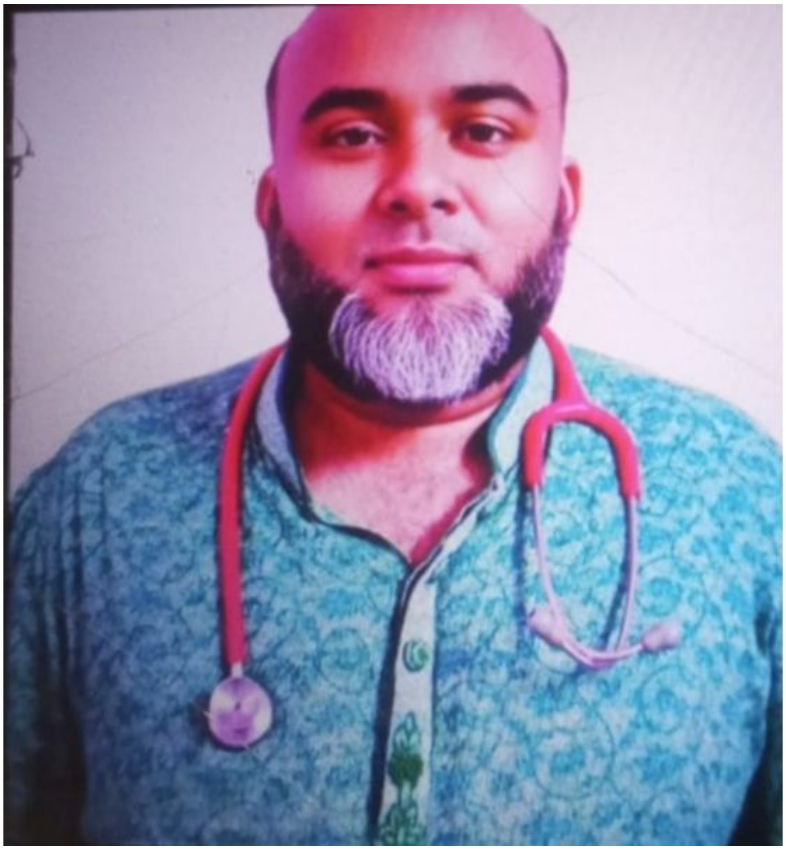

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নির্ধারিত কর্মঘণ্টা শেষ হলেও অপেক্ষমাণ শিশু রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন শিশুরোগ বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. মো. রিয়াদ হাসান। শেষ রোগীটি না দেখা পর্যন্ত হাসপাতাল ত্যাগ না করার এই অভ্যাসে রোগী ও স্বজনদের কাছে মানবিক চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি।

ডা. মো. রিয়াদ হাসান সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগের কনসালট্যান্ট হিসেবে কর্মরত। এমবিবিএস ও বিসিএস (স্বাস্থ্য) সম্পন্ন করার পর তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) থেকে শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে এমডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রতিদিন সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগে বিপুলসংখ্যক শিশু রোগী নিয়ে স্বজনেরা চিকিৎসা নিতে আসেন। রোগীর চাপ থাকলেও নিয়মিত ও সময়মতো দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অপেক্ষমাণ শিশুদের চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করেন ডা. রিয়াদ।

রোগী ও স্বজনদের ভাষ্য, বহির্বিভাগের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কোনো শিশু চিকিৎসকের কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করলে তাকে না দেখে তিনি চলে যান না। প্রতিটি শিশুর শারীরিক সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার পাশাপাশি অভিভাবকদেরও রোগ ও চিকিৎসা

সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করেন তিনি।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রং-তুলি আর্ট-এর স্বত্বাধিকারী ও রক্তদাতা মোহেব উল্যাহ বলেন, চিকিৎসকের কাছে গেলে অনেক শিশু ভয় পেয়ে কান্না শুরু করে। তবে ডা. রিয়াদ হাসানের হাসিমুখে কথা বলা ও আন্তরিক আচরণে শিশুরা দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যায়। অভিভাবকদের প্রতিও তাঁর ধৈর্যশীল আচরণ এবং রোগ সম্পর্কে সহজভাবে বোঝানোর বিষয়টি তাদের আশ্বস্ত করে।

নিজের পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কে ডা. মো. রিয়াদ হাসান বলেন, চিকিৎসা কেবল কোনো পেশা নয়, এটি মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার একটি প্রতিশ্রুতি। শিশুরা নিজেদের কষ্ট সবসময় গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই তাদের চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশনের পাশাপাশি প্রয়োজন ধৈর্য ও আন্তরিকতা।

তিনি বলেন, হাসপাতালের সময় শেষ হয়ে গেলেও বাইরে কোনো অসুস্থ শিশু অপেক্ষা করছে জানতে পারলে কাজ শেষ না করে উঠতে পারি না। একটি শিশুর সুস্থ হাসি এবং স্বজনের মুখের স্বস্তিই একজন চিকিৎসকের প্রকৃত প্রাপ্তি।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহকর্মীও ডা. রিয়াদের দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রোগী ও স্বজনদের আস্থা অর্জন করা সহজ নয়। সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে ডা. রিয়াদ হাসান যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন, তা অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণার।

চিকিৎসকদের মানবিক আচরণ ও দায়িত্বশীলতা স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হাসপাতালের ব্যস্ততার মধ্যেও রোগীদের প্রতি আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার চর্চা অব্যাহত থাকলে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এ বিভাগের আরও খবর

আশুগঞ্জে রুমিন ফারহানাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, বিএনপির ঝাড়ু মিছিল

জাতীয় সংসদে বিএনপির সমালোচনা করে দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার...

সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যু

সাতক্ষীরায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আব্দুল মাজেদ (৬০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে...

পদ্মায় নিখোঁজ ছাত্রদল নেতা রকির মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে নৌকা ভ্রমণে গিয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পিলারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিখোঁজ ঝিনাইদহের শৈলকুপার পৌর ছাত্রদলের সদস্য...

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কনসার্ট ইস্যুতে সমঝোতা, মানতে হবে যে শর্ত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের নবীনবরণ উপলক্ষে কনসার্ট আয়োজনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের অবসান হয়েছে। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/saradesh/haspataler-smy-shesh-hleo-shesh-rogi-na-dekhe-feren-na-da-riyad